ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

DL- No.-03 /Date:29/02/2025 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০৭৭ ● কলকাতা ● ০৭ চৈত্র, ১৪৩১ ● শুক্রবার ● ২১ মার্চ ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

লন্ডন যাচ্ছেন, কে কোন দায়িত্ব সামলাবেন, প্রশাসন-মন্ত্রীদের নিয়ে টাস্ক ফোর্স গড়ে দিলেন মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

সম্প্রতি ৯৫ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে গ্রেফতার করেছে বাংলাদেশের উপকূলরক্ষী বাহিনী। এর মধ্যে অধিকাংশ মৎস্যজীবীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল মাস দুয়েক আগে। বাকি মৎস্যজীবীদের গ্রেফতার করা হয়েছে গত মাসে। একসঙ্গে এতজন মৎস্যজীবী গ্রেফতার হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে

এরপর 3 পৃষ্ঠায়

বাংলায় কেন সিবিআই মামলার নিষ্পত্তি হয় না? এবার বোমা ফাটালেন অমিত শাহ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

নিয়োগ দুর্নীতি থেকে আরজি কর কাণ্ড, এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের একাধিক মামলার তদন্ত করছে সিবিআই সহ একাধিক কেন্দ্রীয় এজেন্সি। তবে প্রায়ই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার মামলা নিষ্পত্তির হার নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এবার এই নিয়েই মুখ খুললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায়, 'যে মামলাগুলির কথা বলা হচ্ছে, সেগুলি দুর্নীতির তদন্তের জন্য নয়। নির্বাচন পরবর্তী হিংসার মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের নির্দেশেই সিবিআই তদন্তভার গ্রহণ করেছে। নির্বাচন পরিস্থিতিতে প্রচুর মানুষ অত্যাচারের শিকার হয়েছেন। ধর্ষণের শিকার একাধিক। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। বাধ্য হয়ে নির্যাতিত ও নির্যাতিতারা আদালতের দ্বারস্থ হন। তাতেই আদালতের তরফ থেকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়' ।এখানেই না থেমে তৃণমূল

এরপর ৩ পাতায়

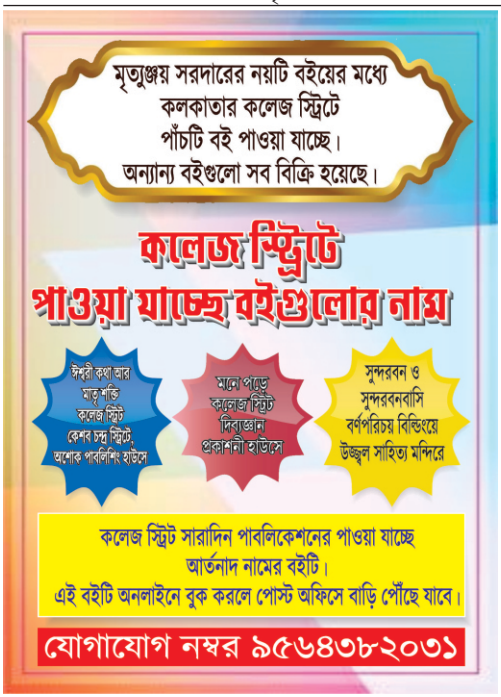

আব্বাস নিষেধ করেছিল বলে যাননি নওশাদ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ফুরফুরা শরিফে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দেয়াপাধ্যায় গেলেও তাঁর ডাকে সাড়া দেননি ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। এই নিয়ে নানা জল্পনা তৈরি হয়েছে। কয়েকদিন আগে একান্তে বৈঠক করলেও ফুরফুরায় ইফতারে কেন গেলেন না নওশাদ? মমতা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলেন, তাতে তিনি সফল হয়েছেন।তবে নওশাদের এই বক্তব্যে প্রশ্ন উঠেছে অনেক। প্রশ্ন উঠেছে, তবে কি যেসব পীরজাদারা নওশাদের হয়ে গলা ফাটাতেন, তাঁরা কি এখন তৃণমূলে? ফুরফুরায় কি সত্যিই রাজনৈতিক বিভাজন তৈরি করে দিয়েছেন মমতা?নওশাদ বলেন, 'আমার রাজনৈতিক কেরিয়ার শেষ করার জন্য ফুরফুরায় এসেছিলেন মমতা।' তবে এবার ফুরফুরা শরিফে গিয়ে মমতা যেভাবে পীরজাদাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, তাতে সফল হয়েছেন বলেই দাবি নওশাদের। বিধায়ক জানান, তিনি তিনবার ফুরফুরা শরিফে যেতে দেখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তবে এবার মমতা সফল হয়েছেন বলেই মনে করেন নওশাদ। তিনি বলেন, "বেশির ভাগ পীরজাদাই তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন, উনি এটাই চেয়েছিলেন। আগে স্টেজে হাত নাড়িয়ে চলে গিয়েছিলেন। এবার পীরসাহেবদের মাঝে এসেছেন।"

তবে নওশাদ জানান, তাঁকে ওই ইফতারে যেতে নিষেধ করেছিলেন তাঁর দাদা তথা আইএসএফ দলের প্রতিষ্ঠাতা আব্বাস সিদ্দিকি। নওশাদ বলেন, "আব্বাস সিদ্দিকি দলের প্রতিষ্ঠাতা ও আমার বড় ভাইজান। বাবার পরে উনিই আমার অভিভাবক। তাই ওঁর নিষেধ এড়াতে পারিনি।"

মুখ্যমন্ত্রীর অভিনন্দনের পালটা মর্মস্পর্শী চিঠি গায়ত্রী স্পিভাকের

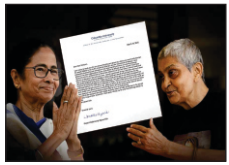

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

মানববিদ্যা নিয়ে জীবনভর চর্চার স্বীকৃতিতে চলতি বছর নোবেল-সম আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন বঙ্গকন্যা গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক। নরওয়ের হলবার্গ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তিনি। এত বড় কৃতিত্বের জন্য গায়ত্রীদেবীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।গ্রামবাংলা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের কাজের খোঁজখবর রাখেন গায়ত্রী স্পিভাক। তা প্রশংসনীয় বলে উল্লেখ করে গায়ত্রীদেবী জানিয়েছেন যে তিনি আশা করেন মুখ্যমন্ত্রী গ্রামাঞ্চলের মানুষজনকে সামাজিক পরিষেবার সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দিতে এভাবেই সাহায্য করে যাবেন। তাহলে দেশের চিত্রটাই বদলে যেতে পারে। সেইসঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিভাষা চর্চায় বাংলার অবদান মনে

এরপর ৪ পাতায়

শাহজাহানের অনুপস্থিতিতে বিশাল অঘটন তাঁর পরিবারে, থানায় ছুটতে হল স্ত্রী তসলিমাকে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

জেলে বসেই সন্দেশখালির স্বঘোষিত 'বাঘ' শেখ শাহজাহান নাকি ফোনে হুমকি দিচ্ছেন। এই অভিযোগ তুলে সন্দেশখালি থানা ও ইডি-র কাছে অভিযোগ করেছিলেন 'শেখ শাহজাহান মার্কেটের' কর্মী রবীন মণ্ডল। এবার সেই রবীন ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে থানায় ছুটলেন শাহজাহানের স্ত্রী তসলিমা বিবি।প্রসঙ্গত, বুধবার রবীন মণ্ডল অভিযোগ করেন, শাহজাহান ঘনিষ্ঠ মফিজুল মোল্লাকে ফোন করে সন্দেশখালির বাঘ। তারপর তাঁকে নাকি হুমকি দিয়ে বলেন, "আমি শেখ শাহজাহান বলছি। তোদের খুব বাড় বেড়েছে। তোরা মার্কেটের বিরুদ্ধে, আমার নামে অনেক অভিযোগ করছিস। আমি আর কয়েকদিনের মধ্যেই যাচ্ছি। তুই কী ভাবছিস আমি ছাড়া পাব না?" এরপরই আতঙ্ক বাড়ে। রবীন অভিযোগ করেন থানায়। সেই আবহের মধ্যেই এবার থানায় গেলেন শাহজাহানের স্ত্রীও।তিনি নাকি ২৫ লক্ষ টাকার হিসাব পাচ্ছেন না। তাৎপর্যপূর্ণভাবে ঠিক যেদিন রবীন ইডি-র কাছে অভিযোগ জানালেন, তারপরে দিনই টাকার হিসাবে গড়মিল নিয়ে সেই অভিযোগকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধেই থানায় গেলেন তসলিমা? উঠছে প্রশ্ন।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ন্যাজাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন যে শাহজাহানের স্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, কয়েকজন কর্মচারি শাহজাহান ফেরার হওয়ার সময় থেকেই বিভিন্নভাবে মাছের আরতের হিসাব দিচ্ছেন না। যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি পঁচিশ লক্ষ টাকার হিসাব পাচ্ছেন না। সেই ২৫ লক্ষ টাকার হিসাব চেয়ে অভিযোগ করেছেন রবীনের নাম। এখনেই প্রশ্ন, শাহজাহান ফেরার ছিলেছেন গত বছর, তারপর তিনি জেলে গিয়েছেন। তাহলে এতদিন কেন মুখ খোলেননি তসলিমা? কেন গেলেন না থানায়?

(১ম পাতার পর)

বাংলায় কেন সিবিআই মামলার নিষ্পত্তি হয় না? এবার বোমা ফাটালেন অমিত শাহ

সাংসদকে নিশানা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'এরা আদালত মানে না। কারা জমিদারী চালাচ্ছে সেটা পুরো দেশ দেখছে'। বাংলায় সিবিআই সহ নানান কেন্দ্রীয় এজেন্সির মামলার সুরাহা না হওয়ার কারণ হিসেবে শাহ বলেন, 'বাংলায় একটাও বিশেষ সিবিআই আদালত নেই'।তৃণমূল সরকারের অসহযোগিতার জন্যই রাজ্যে সিবিআই কিংবা অন্যান্য কেন্দ্রীয় এজেন্সির বেশিরভাগ মামলার নিষ্পত্তি হয় না। কারণ পশ্চিমবঙ্গে একটিও বিশেষ সিবিআই আদালত নেই। তৃণমূল সাংসদের প্রশ্নের উত্তরে এমনটাই দাবি করেন অমিত শাহ।

জানা যাচ্ছে, সিবিআই সহ নানান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার মামলার নিষ্পত্তি নিয়ে রাজ্যসভায় প্রশ্ন তুলেছিলেন তৃণমূল সাংসদ সাকেত গোখলে। বিজেপির 'জমিদারী' নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তার জবাবেই উল্টে তৃণমূল সরকারকে একহাত নেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

তৃণমূল সাংসদ সাকেত বলেন, যে কোনও কিছুতেই কেন্দ্রীয় এজেন্সির হাতে তদন্তভার তুলে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তার কোনও ফলাফল মিলছে না। ৬৯০০-টিরও অধিক মামলার তদন্ত করছে সিবিআই সহ নানান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এবার উত্তরেই অমিত শাহ বলেন, সিবিআই কিংবা কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি আদৌ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন নেই। নিছক তর্কের জন্য এহেন মিথ্যে অভিযোগ আনা হচ্ছে।

(১ম পাতার পর)

লন্ডন যাচ্ছেন, কে কোন দায়িত্ব সামলাবেন, প্রশাসন-মন্ত্রীদের নিয়ে টাস্ক ফোর্স গড়ে দিলেন মমতা

পরিবারের। উল্লেখ্য, গত দু মাস আগে সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে বাংলাদেশের উপকূলরক্ষী বাহিনী ৭৯ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে গ্রেফতার করেছিল। তারাও সকলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা। অভিযোগ, আন্তর্জাতিক জলসীমা পেরিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তে প্রবেশ করার অভিযোগে গত অক্টোবর মাসে প্রথমে ৩১ জন মৎসজীবী ও তারও কিছুদিন পরে ৪৮ জন মৎসজীবীকে গ্রেফতার করেছিল বাংলাদেশ উপকূলরক্ষী বাহিনী । পরে নভেম্বরে গ্রেফতার করা হয় ১৬ জনকে।ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে তারা রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন। আর এবার এইসকল মৎজীবীদের দেশে ফেরাতে এগিয়ে আসল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মৎস্যজীবীদের দেশে ফেরানোর আশ্বাস দিয়েছেন।

সোমবার নবান্নে গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আগে কী হত, মৎস্যজীবীরা হারিয়ে যেতেন। পথ খুঁজে পেতেন না। আমরা ভাবতাম যে কোথায় গেল, কী হল। বাড়ির লোকজন ভাবতেন যে মৃত্যু হয়েছে নাকি। কিন্তু আমরা এখন একটা ট্র্যাকিং সিস্টেম করে দিয়েছি। তাতে আমরা ধরতে পারি যে তাঁরা কোথায় আছেন। আমাদের যে ৯৫ জন বাংলাদেশে আছেন, সেটা আমরা জানি।' সেইসঙ্গে তিনি জানান, পরিবারকে জানিয়ে দিতে যে কাল-পরশুর মধ্যে মৎস্যজীবীরা ফিরে আসবেন। আর রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে নির্দেশ দেন যে 'বাংলাদেশের যারা আটকে আছে, তাদের ছেড়ে দাও। আর আমাদের ভারতীয়রা যারা আটকে আছে, তাদেরও ছাড়িয়ে দাও।'

কোটা সংস্কার নিয়ে ছাত্র আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে গত জুলাই মাস থেকে অস্থির হয়েছে বাংলাদেশ। তারপর গত ৫ অগস্ট প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর সেদেশে সংখ্যালঘুদের উপরে অত্যাচার বেড়েছে। মাঝখানে কিছুদিন থেমে থাকলেও সম্প্রতি ফের সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে অস্থির হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। এই অবস্থায় গ্রেফতার হওয়া মৎস্যজীবীদের পরিবারের দুশ্চিন্তা আরও বেড়েছে। গ্রেফতারের পরেই পরিবারগুলি স্থানীয় প্রশাসনের কাছে মৎস্যজীবীদের ফিরিয়ে আনার জন্য আর্জি জানিয়েছিল তাদের পরিবার। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি এই বিষয়টি পৌঁছেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যেয়ের কানে। সেই বিষয়টি জানতে পেরেই তিনি তাঁদের ফিরিয়ে আনতে আগ্রহী হয়েছেন। পাশাপাশি তিনি এবিষয়ে কেন্দ্র সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে কাকদ্বীপের বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরাকে ফোন করে বাংলাদেশে গ্রেফতার হওয়া মৎস্যজীবীদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে খোঁজখবর নেওয়া হয়। এনিয়ে মন্টুরাম জানান, মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে ফোন মৎস্যজীবীর পরিবারের সদস্যদের খোঁজ নেওয়ার পাশপাশি দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এর জন্য পরিবারের সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ফেডারেশনের 'স্বেচ্ছাচারিতা'র বিরুদ্ধে আদালতে পরিচালক বিদুলা, মিলল কড়া নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ফেডারেশন ও পরিচালকের মধ্যে বিবাদের খবর সামনে উঠে আসতে দেখা গিয়েছিল। যেখানে একাধিকবার শোনা যায় ফেডারেশন অফ সিনে টেকনিশিয়ানস অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া (FCTWEI)-এর বেশ কিছু বিধিনিষেধ নিয়ে সমস্যার কথা আগেই জানিয়েছিলেন পরিচালকদের একাংশ। যদিও সম্প্রতিতে সেই সমস্যার সমাধান সূত্র খোঁজার চেষ্টা হলেও স্বস্তি মেলেনি ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালকদের। প্রসঙ্গত, ফেডারেশনের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন একদা রাজ চক্রবর্তীর সহকারী পরিচালক বিদুলা ভট্টাচার্য। কাজের সুস্থ পরিবেশ ফেরানোর ব্যবস্থা করুক রাজ্য– এই আবেদন নিয়ে আদালতে পৌঁছান পরিচালক।

ফেডারেশনের কিছু অলিখিত সিদ্ধান্ত এবং স্বেচ্ছাচারিতার জন্য কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে বলেই অভিযোগ পরিচালকের। ডিরেক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার (DAEI) সদস্য বিদুলার এই মামলার হাত ধরে এবার কোনও সমাধান সূত্র মেলে কি না, তা এখন দেখার।আর সেই সূত্রেই পরিচালক বিদুলা ভট্টাচার্য উচ্চ আদালতের দরজায় পৌঁছে যান। তাঁর দাবি, যাঁরা একক ছবি বানান, তাঁদের পক্ষে বিপুল পরিমাণ কাস্ট নিয়ে কাজ করা সম্ভবপর হয় না। সেক্ষেত্রে চাপিয়ে দেওয়া সদস্যের খরচ বহন করা সম্ভবপর হয় না। কেন তাঁরা নিজেদের পছন্দসই টিম বানিয়ে কাজ করতে পারবেন না? বিষয়টা খতিয়ে দেখার আর্জি জানিয়েছিলেন তিনি।

বৃহস্পতিবার সেই মামলাতেই কড়া নির্দেশ আদালতের। পরিচালক বিদুলা ভট্টাচার্যর কাজে কোনরকম বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না ফেডারেশন– নির্দেশ দেন বিচারপতি অমৃতা সিনহার। ৩ এপ্রিল এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

সম্পাদকীয়

সুপ্রিম কোর্টের কাজকর্মে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার

সুপ্রিম কোর্টে মামলার কাজে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং মেশিন লার্নিং-ভিত্তিক নানান প্রকৌশল ব্যবহার করা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। মামলার শুনানির সময় যাবতীয় বক্তব্য সহজেই নথিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে এর কল্যাণে। তা পাওয়া যাচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের ওয়েব সাইটে।

সুপ্রিম কোর্টের নিবন্ধন বিভাগও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করছে নানান ক্ষেত্রে। এই কাজ হচ্ছে ন্যাশনাল ইনফরমেটিক্স সেন্টারের সঙ্গে যৌথভাবে। বিচারপতিদের রায় ইংরেজি থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত পদ্ধতির মাধ্যমে অনুবাদ হয়ে যাচ্ছে অসমিয়া, বাংলা, গারো, গুজরাটি, হিন্দি, কন্নড়, কাশ্মীরি, খাশি, কোঙ্কনি, মালয়ালি, মারাঠি, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, সাঁওতালি, তামিল, তেলুগু এবং উর্দু-এই ১৮টি ভাষায়। সুপ্রিম কোর্টের ইএসসিআর পোর্টালে গেলেই এই অনুবাদ পাওয়া যাচ্ছে।

আইআইটি মাদ্রাসের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রকৌশল ব্যবহার করা হচ্ছে মামলার বৈদ্যুতিন নিবন্ধকরণের কাজেও। এই প্রণালীর মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে মতামত জানাতে পারছেন আইন বিশেষজ্ঞরাও। তাছাড়া, সামগ্রিকভাবে সুপ্রিম কোর্টের পরিচালন পদ্ধতিকে আরও দক্ষ করে তুলছে কৃত্রিম মেধা।

রাজ্যসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে একথা জানিয়েছেন স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত আইন প্রতিমন্ত্রী শ্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল।

মায়ের আশীর্বাদ অসীম

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(বত্রিশতম পর্ব)

দর্শন দিলেন। তাঁকে আদেশ করে বললেন, 'এই জঙ্গলের মধ্যে একটা শ্বেতশিমুল গাছের নীচে একটা শিলাবিগ্রহ রয়েছে। সেই বিগ্রহ একটা মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে তার পুজোর ব্যবস্থা করবি। আমি হলাম উগ্রতারা। জঙ্গলের মধ্যে শ্মশানে আমার বাস।' পরদিন সকালে লোকজন নিয়ে সেই বিশাল জঙ্গলে খুঁজে খুঁজে শ্বেতশিমুল গাছের নীচ থেকে শিলাবিগ্রহ আবিষ্কার করলেন জয়দত্ত। কাছেই পেলেন চন্দ্রচূড় শিবের মূর্তি। বশিষ্ঠকুণ্ড বা জীবিতকুণ্ডের সামনে তাড়াতাড়ি মন্দির নির্মাণ করে সেই শিলামূর্তি ও চন্দ্রচূড় শিবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

মুখ্যমন্ত্রীর অভিনন্দনের পালটা মর্মস্পর্শী চিঠি গায়ত্রী স্পিভাকের

করিয়ে গায়ত্রীদেবীর আবেদন, বাংলার মতো সমৃদ্ধ সাহিত্যকীর্তিকে আরও বেশি করে অনুবাদের স্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে। সেদিকে যেন নজর দেন মুখ্যমন্ত্রী। সবশেষে বাংলা ও ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারায় অক্ষুণ্ণ রাখার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক।এক্স হ্যান্ডল পোস্টে গ্রামবাংলায় কাজের জন্য তাঁকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কাজের প্রশংসা করে পালটা তাঁকে চিঠি লিখলেন গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক। চিঠিতে ভারত ও বাংলার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীকে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের চিঠি।

বুধবারই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এসে পৌঁছেছে গায়ত্রীদেবীর চিঠি। শুরুতেই তাঁকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিদুষী গায়ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী যে গ্রামবাংলায় তাঁর কাজকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছেন, তাতে আপ্লুত হলবার্গ পুরস্কার প্রাপ্ত বঙ্গকন্যা। এরপরই চিঠিতে পালটা মুখ্যমন্ত্রীর কাজের প্রশংসা করেছেন তিনি। লিখেছেন, "বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে দারিদ্র দূরীকরণে আপনার ভূমিকা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রশংসনীয়। আমিও ৪০ বছর ধরে গ্রামাঞ্চলে কাজ করেছি, বিশেষত শিক্ষা নিয়ে। আমি বিশ্বাস করি, শিক্ষাকে বৃহৎ পরিসরে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত জরুরি। ওইসব এলাকায় আমি খুব ভালো সময়ও কাটিয়েছি, বাসিন্দাদের সঙ্গে আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল।" গায়ত্রী স্পিভাকের মতে, হলবার্গ পুরস্কার প্রাপ্তি যতটা তাঁর নিজের জন্য, ততটাই এসব প্রত্যন্ত এলাকার মানুষজনেরও।

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তখন শনি শিবকে তাঁর জন্য খাদ্য, পানীয় ও বাসস্থানের উপায় করতে বললেন। শিব শনিকে মেষ থেকে মীন রাশিচক্রে ভ্রমণ করার ব্যবস্থা করে দিলেন। নিয়ম মত জন্মরাশি, দ্বিতীয়, চতুর্থ, অষ্টম ও দ্বাদশে শনি সর্বদাই ক্রুদ্ধ হবেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বারুইপুর কাণ্ডে বিধানসভা কক্ষ থেকে শুরু করে গোটা রাজ্য জুড়ে বৃক্ষোভ আন্দোলন করল বিজেপি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা :- বারুইপুরকাণ্ডে উত্তাল বিধানসভা। বারুইপুরে শুভেন্দুর ওপর হামলার অভিযোগে বিজেপির প্রতিবাদ-বিক্ষোভ বিধানসভায়। বৃহস্পতিবার অধিবেশন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফের বিক্ষোভ দেখায় গেরুয়া শিবির। বিধানসভার ভিতরে কালো পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি বিধায়করা। বিক্ষোভের পর বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট করে বিজেপি।কুশপুত্তলিকা দাহ করে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতেও দেখা যায় বিজেপি বিধায়কদের।অধিবেশনে বলতে বাধা দেওয়ার অভিযোগে স্পিকারের বিধানসভা কেন্দ্রতেই বুধবার শুভেন্দু অধিকারী মিছিলের ডাক দিয়েছিলেন। একইদিনে বারুইপুরে দুটি পথসভা ছিল তৃণমূলের। বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধানসভায় ঢুকতে গিয়ে বাধার মুখে পড়েন শুভেন্দু অধিকারী-সহ বিধায়করা। কনভয়ে হামলা করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। তারই প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার উত্তপ্ত হয় বিধানসভা। অধিবেশনের শুরুতেই বিরোধী দলের মুখ্য সচেতক শঙ্কর ঘোষ বারুইপুরের প্রসঙ্গ তোলেন। বিরোধী দলনেতা-সহ বিজেপির ৫০ জন বিধায়কের প্রাণঘাতী হামলার ঘটনায় রাজ্য সরকারের বিবৃতি দাবি করেন শঙ্কর ঘোষ।দেখা যায়, স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য সরকারের কোনও বিবৃতির প্রসঙ্গেই যাননি। তারপরই সরগরম হয়ে ওঠে বিধানসভা।অধিবেশন চলাকালীন ওয়েলে নেমে আধ ঘণ্টা বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। এরপর কক্ষত্যাগ করে বিধানসভার দু'নম্বর গেটের সামনে হাতে কালো কাপড় নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিজেপি বিধায়কেরা। বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুশপুত্তলিকা দাহ করে বিক্ষোভ। ওঠে স্পিকারের পদত্যাগের দাবিও। শুধু তাই নয়, অধিবেশনের শুরু থেকেই একের পর এক অভিযোগ তুলে উত্তপ্ত হয় বিধানসভা। তবে বৃহস্পতিবার অধ্যক্ষের কুশপুত্তলিকা দাহ করে কালো পতাকা হাতে নিয়ে যেভাবে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি, তা নিঃসন্দেহে বেনজির।অন্যদিকে, শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ে হামলার প্রতিবাদে হুগলিতে বিজেপির বিক্ষোভ ও জিটি রোড অবরোধ। বুধবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বারুইপুরে সভায় বাধা ও তার গাড়ির কনভয়ে হামলার প্রতিবাদে এদিন হুগলি সাংগঠনিক জেলার বিজেপি নেতা ও কর্মীরা জিটি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। চুঁচুড়ায় বিজেপির যুব, মহিলা ও অন্যান্য কর্মী-সমর্থকরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখায়। টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে এবং স্লোগান দিয়ে ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান তাঁরা। পাশাপাশি, রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রীর জবাব দিহিরও দাবি করেন বিজেপির কর্মী সমর্থকরা।পরবর্তীতে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয় ও জিটি রোড অবরোধমুক্ত করে। হুগলি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাউ বলেন,বিরোধী দলনেতার ওপর গতকালের নিন্দনীয় হামলার প্রতিবাদে আজ সারাদিনব্যাপী সর্বত্র বিক্ষোভ আন্দোলন চলবে।

'আমরা শুধুই হিন্দুদের নয়, রাষ্ট্রবাদী মুসলিমদেরও পক্ষে' - অগ্নিমিত্রা

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

বিজেপি সম্প্রদায়িক দল - এই অভিযোগ সমস্ত বিরোধী দলের। তারমধ্যে সম্প্রতি শুভেন্দুর কিছু উক্তি সেই আলোচনাকে আরও উস্কে দিয়েছে। বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে শুভেন্দুর মিছিল ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। ১০০ মিটারের মধ্যে একই সময়ে বিজেপি ও তৃণমূলের মিছিল। স্লোগান, পাল্টা স্লোগানে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। একই সঙ্গে উঠতে থাকে 'জয় শ্রীরাম' আর 'জয় বাংলা' স্লোগান। শুভেন্দুর সঙ্গে সেই সময় গতকাল ছিলেন অগ্নিমিত্রা পাল। সেখান থেকে বিজেপি বিধায়ক বলেন, "আমাদের কালো পতাকা দেখানো হচ্ছে। কারণ আমরা সনাতনী হিন্দুর পক্ষে। আমরা কিন্তু রাষ্ট্রবাদী মুসলমানদের সঙ্গেও আছি। তবে যদি অন্যায় হয়, তার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলব। যদি কেউ ভাবে কালো পতাকা দেখে আমাদের সরিয়ে দেবে তাহলে সে এটা বিজেপি নয়।" বেশ উত্তপ্ত পরিবেশ কিছুটা সামাল দেয় পুলিশ। বাস্তবিক বুধবার বিধানসভায় স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় শুভেন্দু আধিকারিকে কিছু বলতে দেন নি। আর তারই প্রতিবাদে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র বারুইপুরে প্রতিবাদ মিছিল করেন শুভেন্দু। পাল্টা মিছিল করে তৃণমূল। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন যে ধর্মের ভিত্তিতে হতে চলেছে, তাতে সন্দেহ নেই। এক সময় খোদ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, "আমি হিন্দুদের বিধায়ক।" তাঁর সেই বক্তব্যে কম বিতর্ক হয়নি। তবে বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল বুঝিয়ে দিলেন, তাঁরা শুধু হিন্দুদের পক্ষে তা নয়, রাষ্ট্রবাদী মুসলিমদের পাশেও আছে বিজেপি।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

স্টল বণ্টন নিয়ে দ্বিমত - বন্ধ বহু টাকা ব্যয়ে স্ট্রিটফুডের দোকান

বেবি চক্রবর্ত্তী : কলকাতা

মূল পরিকল্পনাটা কেন্দ্রীয় সরকারের। ভারতের ১০০টি শহরে উন্নতমানের 'ফুড স্ট্রিট' তৈরীর পরিকল্পনা তাদের। তার মধ্যে কলকাতায় ৩টি এমন স্ট্রিট ফুড শপ তৈরী হয়েও খোলা যাচ্ছে না। কলকাতার তিন স্থানে ফুড স্ট্রিট চালু হওয়ার কথা ছিল ২০২৪ সালে। চাইনিজ থেকে মোগলাই, ইন্ডিয়ান থেকে কন্টিনেন্টাল নানারকম খাবারের স্টল হওয়ার কথাও ছিল। কিন্তু স্টল বিলি নিয়ে টানাপোড়েনের জেরেই ক্রমে পিছিয়ে যাচ্ছে ফুড স্ট্রিটের উদ্বোধন। কয়েকটি কোটি টাকা খরচ করে বানানো হয় এই স্টলগুলি। আপাতত সেগুলি পড়ে থেকে থেকেই নষ্ট হচ্ছে।

পুরসভা সূত্রে খবর, ফুড স্টলের দায়িত্ব কারা পাবে, তাই নিয়ে টানাপোড়েন চলছে। দীর্ঘদিন ধরে তার মীমাংসা হচ্ছে না। এক দল চাইছে, বড় বড় সংস্থাকে এই স্টলগুলির দায়িত্ব দিতে। তাতে স্টলগুলি বেশি করে মানুষ টানবে। আকর্ষণ বাড়বে ফুড স্ট্রিটগুলির। আবার অন্য দল চাইছে, কেন্দ্রের নির্দেশ মেনে শুধু নথিভুক্ত হকারদের হাতেই তুলে দেওয়া হোক ফুড স্টলগুলি। কিন্তু নথিভুক্ত হকারদের মধ্যে কাকেই বা স্টলগুলি দেওয়া হবে? কীভাবে হবে নির্বাচন? তা নিয়েও ধন্দ রয়ে গিয়েছে। পুরসভা কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না বলে দীর্ঘ দিন তৈরি হয়ে পড়েই রয়েছে স্টলগুলি। প্রসঙ্গত, ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন দেশের বড় বড় শহরগুলিতে এমন ফুড স্ট্রিট রয়েছে। শহরের কোনও একটি নির্দিষ্ট স্থানে এই স্ট্রিটগুলি থাকে। সেই ধাঁচেই দেশের ১০০টি শহরে এমন ফুড স্ট্রিট তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছে নরেন্দ্র মোদী সরকার। তার মধ্যে রয়েছে কলকাতা। কলকাতার রাসেল স্ট্রিট, পাটুলি ও টালাতে এই ফুড স্ট্রিট তৈরি হয়েছে।

জৈব প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সহযোগিতা, ভারতের উদ্ভাবন ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা নিয়ে ডঃ জিতেন্দ্র সিং ও বিল গেটস-এর মধ্যে আলোচনা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ভারত সফরে আসা মাইক্রোসফটের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও সমাজসেবী বিল গেটস আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং-এর সঙ্গে বৈঠক করেন। ভারতের উদ্ভাবনী ক্ষেত্র ও জৈব প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থা ও স্টার্টআপগুলির অংশগ্রহণ নিয়ে তাঁদের মধ্যে কথা হয়।

প্রতিনিধি পর্যায়ের এই আলোচনায় জিন থেরাপি, টিকা উদ্ভাবন, জৈব প্রযুক্তি উৎপাদন এবং ভারতে ক্রমবিকাশশীল স্টার্টআপ পরিমণ্ডলের অগ্রগতি নিয়ে মতবিনিময় হয়।

ডঃ সিং বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত জৈব প্রযুক্তি উদ্ভাবনে অনেকটা পথ এগিয়েছে। বায়ো ই-থ্রি নীতি অবলম্বন করে অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ও পরিবেশের উন্নয়নে জৈব প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো হচ্ছে। এক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থা এবং স্টার্টআপগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এসংক্রান্ত সহযোগিতাকে উৎসাহ দিতে বায়োটেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রি রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট কাউন্সিল (বিআইআরএসসি)-এর মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে।

জৈব প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতির প্রশংসা করে বিল গেটস এইচপিভি ও কোভিড ১৯ টিকার ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রণী ভূমিকার উল্লেখ করেন। যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়ার মতো রোগ প্রতিরোধে ভারতের প্রয়াসকে সাহায্য করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তিনি। বিল গেটস বলেন, ভারতে গবেষণার যে পরিমণ্ডল রয়েছে তা বিশ্বের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

আলোচনার অন্যতম মূল বিষয় ছিল ভারতে জৈব প্রযুক্তির ক্ষেত্রে স্টার্টআপ-এর জোয়ার। বর্তমানে এই ক্ষেত্রে ১০ হাজারেরও বেশি স্টার্টআপ রয়েছে। ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, এর ৭০ শতাংশ চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক জৈব প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছে। বাকিগুলি কাজ করছে কৃষি, পরিবেশ এবং শিল্প বিষয়ক জৈব প্রযুক্তি নিয়ে। এগুলির দ্রুত বাণিজ্যিকীকরণ যাতে সম্ভব হয়, সেজন্য নীতিগত ও আর্থিক সহায়তা নিয়ে সরকার এর পাশে রয়েছে।

সিনেমার খবর

ইফতারে অংশ নিয়ে বিপাকে থালাপাতি, পুলিশের কাছে অভিযোগ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

দক্ষিণী সিনেমার সুপারস্টার থালাপতি বিজয় সিনেমা ছাড়ার ঘোষণা দিয়ে এখন পুরোপুরি রাজনীতিবিদ। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাজনৈতিক দলট গঠনের ঘোষণা দিয়ে তিনি ২০২৬ সালের তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিকল্পনা করছেন।

সম্প্রতি রমজান মাস উপলক্ষে অভিনেতার একটি ভিডিও প্রকাশিত হয়েছে। ভিডিওতে বিজয়কে চেন্নাইয়ে একটি ইফতার পার্টিতে অংশ নিতে দেখা গেছে। এই ভিডিওতে বিজয়কে সাদা কুর্তা এবং মাথায় টুপি পরা অবস্থায় দেখা যায়, এমনকি তিনি দোয়াতেও অংশ নিয়েছেন। ভিডিওটি সংবাদ সংস্থা এএনআই তাদের অফিসিয়াল এক্স অ্যাকাউন্টে শেয়ার করেছে। এতে দেখা যাচ্ছে, বিজয় তার দল তামিলাগা ভেট্রি কাজাগাম এর সঙ্গে এই ইফতার পার্টির আয়োজন করেছেন।

থালাপতি বিজয়ের এই ভিডিও ভক্তদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। অনেকে তার এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রয়াসের প্রশংসা করেছেন। ভক্তরা সামাজিক মাধ্যমে তার এই কাজকে সাহসী এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু একই সঙ্গে, কিছু নেটিজেনরা তাকে ট্রোল করতেও ছাড়েননি।

এবার ভারতীয় গণমাধ্যমে নতুন খবর, এই ইফাতারে অংশ নেওয়ায় মুসলিম সম্প্রদায়কে অপমান করার অভিযোগ উঠেছে দক্ষিণী তারকার বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই তামিলনাড়ু সুন্নত জামাত চলচ্চিত্র তারকা বিজয়ের বিরুদ্ধে চেন্নাই পুলিশ কমিশনারের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।

তামিলনাড়ু সুন্নত জামাত এর কোষাধ্যক্ষ সৈয়দ কওস আইনি পদক্ষেপ করছেন। সাংবাদিকদের তিনি জানিয়েছেন, "বিজয় আয়োজিত ইফতারে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে অপমান করা হয়েছে। রোজা বা ইফতারের সঙ্গে মদ্যপ ও গুন্ডাদের কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা মনে করি, ওই অনুষ্ঠানে এদের উপস্থিতি মুসলিমদের পক্ষে অপমানজনক।"

সৈয়দ কওস দাবি করেছেন, গোটা অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছিল 'খারাপ' ভাবে। তাঁদের কাছে বিজয় একবারও দুঃখপ্রকাশ করেননি বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। তাঁদের অভিযোগ, বিজয়ের 'বিজাতীয় রক্ষী'র সকলেই তাঁদের অপমান করেছেন। আমন্ত্রিতদের সঙ্গে 'গরুর মতো ব্যবহার' করা হয়েছে বলেও তাঁর দাবি। কওস বলেন, "এ ধরনের ঘটনা যাতে আগামী দিনে ফের না ঘটে সে জন্য বিজয়ের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হচ্ছে। আমরা কিন্তু প্রচারের আলোয় আসার জন্য অভিযোগ দায়ের করিনি।" ওই ইফতারে কিছু মানুষের মদ্যপান করে উপস্থিত হওয়াতেই আপত্তি তুলেছেন আমন্ত্রিতদের একাংশ।

বিজয়ের রাজনৈতিক প্রবেশ তামিলনাড়ুতে ঝড় তুলেছে। তার দল তামিলাগা ভেট্রি কাজাগাম গঠনের পর প্রথম সমাবেশে তিন লক্ষ মানুষের উপস্থিতির দাবি করা হয়েছিল। এটি তার জনপ্রিয়তা এবং রাজনৈতিক প্রভাবের একটি বড় প্রমাণ।

হ্যারি পটারের অভিনেতা সাইমন ফিশারের মৃত্যু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

'হ্যারি পটার' খ্যাত অভিনেতা সাইমন ফিশার বেকার মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

গতকাল রবিবার এক বিবৃতিতে মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তার ম্যানেজার। খবর মার্কিন সংবাদ মাধ্যম সিএনএনের।

বিবৃতিতে সাইমন ফিশারের ম্যানেজার জানান, ১৫ বছরের বন্ধুত্ব আমাদের। খুব কাছের একজনকে হারালাম।

হগওয়ার্টসের অন্দরে ভূতের ভূমিকায় 'হ্যারি পটার'-এ দেখা গিয়েছিল সাইমন ফিশারকে। 'হ্যারি পটার' ছাড়াও, সাইমন 'ডক্টর হু' নামে একটি জনপ্রিয় সিরিজে অভিনয় করেছেন।

সাইমন ফিশার ছিলেন একজন ব্রিটিশ অভিনেতা। তিনি বেশ কয়েকটি হিট টেলিভিশন ধারাবাহিকেও অভিনয় করেছেন। কমেডি চরিত্রের জন্যও দর্শকদের মাঝে পরিচিত ছিলেন তিনি। বিবিসির 'পাপি লাভ' সিরিজে টনি ফাজাকার্লির চরিত্রে অভিনয়ের জন্যও বেশ প্রশংসিত হয়েছিলেন এ অভিনেতা।

টেলিভিশন এবং চলচ্চিত্রের বাইরেও সাইমন ফিশারের অডিও ইন্ডাস্ট্রিতেও অনেক অবদান রয়েছে। তিনি 'ডক্টর হু: দ্য কার্স অফ স্লিপি হলো'তে ফাদার হার্ডউডের চরিত্রে কণ্ঠ দিয়েছিলেন, যা অনুরাগীদের মন জয় করেছিল।

ভালোবাসায় আপ্লুত ইয়ামি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ইয়ামি গৌতম ভারতের অন্যতম প্রতিভাবান অভিনেত্রী, যিনি একের পর এক দর্শকপ্রিয় ও প্রশংসিত সিনেমায় অভিনয় করে জায়গা করে নিয়েছেন ভক্তদের হৃদয়ে। তার অভিনয়ে সব সময়ই দেখা যায় চরিত্রের প্রতি একনিষ্ঠতা ও গভীর আবেগ। সম্প্রতি নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাওয়া তার নতুন সিনেমা 'ধুমধাম' দর্শকের মধ্যে বেশ আলোড়ন তুলেছে। এতে ইয়ামির চরিত্রটি বিশেষভাবে নজর কেড়েছে, যা তার অভিনয়দক্ষতার আরও এক নতুন দিক তুলে ধরেছে।

মাতৃত্বকালীন বিরতির পর কাজে ফিরতে পেরে ভীষণ উচ্ছ্বসিত ইয়ামি। তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন সেই নির্মাতাদের প্রতি, যারা তার প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি বলেন, 'আবার ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত।'

তিনি আরও যোগ করেন, 'আমার মাতৃত্বের সময়েও নির্মাতারা আমার খোঁজ রেখেছেন, যা আমার জন্য ছিল এক অভাবনীয় অভিজ্ঞতা। আমি তাদের বলেছিলাম চাইলে তারা অন্য কারও সঙ্গে কাজ করতে পারেন, কিন্তু তারা জানিয়েছিলেন আমার জন্য অপেক্ষা করতেই আগ্রহী। তাদের এ আন্তরিকতা এবং পেশাদারি আমাকে সত্যিই মুগ্ধ করেছে।'

এমন সহানুভূতিশীল ও সৃজনশীল মানুষের সঙ্গে কাজ করতে পারা নিজের জন্য সৌভাগ্যের বলে মনে করেন ইয়ামি। তিনি বলেন, 'তারা আমার প্রতি যে বিশ্বাস রেখেছেন, তার মূল্য দিতে চাই কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে। তাদের আস্থার প্রতিদান দেওয়াটাই এখন আমার সবচেয়ে বড় লক্ষ্য।'

তার এ প্রত্যাবর্তন শুধু তার ক্যারিয়ারের জন্যই নয়, বরং ইন্ডাস্ট্রিতে নারীদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিরও উদাহরণ হয়ে থাকবে।

২০২৭ বিশ্বকাপে কি থাকবেন রোহিত?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ফাইনাল শুরুর আগের দিন থেকে রোহিত শর্মার অবসর নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়। এর আগে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেই অবসর নিয়েছিলেন তিনি। সে কারণেই কি না রবিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেই অবসর যাবেন, এমন গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে।

যদিও দুবাইয়ে ট্রফিকে সামনে বসিয়ে তিনি ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, এক দিনের ক্রিকেট থেকে এখনই অবসর নিচ্ছেন না। তবে সম্প্রচারকারী চ্যানেলে এক সাক্ষাৎকারে রোহিত শর্মা খানিক রহস্য নিয়েই বললেন ২০২৭ বিশ্বকাপে খেলা ঘিরে। জানালেন, এখনও ঠিক করেননি সেই বিশ্বকাপে খেলবেন কি না।

ফাইনালে ম্যাচ শেষ রোহিত 'জিয়োহটস্টারে' বলেছেন, 'পরিস্থিতি যেমন আসবে, তেমন ভাবে সেটাকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। খুব বেশি দূরে তাকানো উচিত হবে না। এই মুহূর্তে আমার লক্ষ্য হল ভাল খেলা এবং সঠিক মানসিকতা বজায় রাখা। কোনও সীমারেখা টানতে চাই না। তাই ২০২৭ বিশ্বকাপে খেলব কি না সেটাও এখন জানাতে চাই না। এই মুহূর্তে কোনও মন্তব্য করা ঠিক হবে না।'

ভবিষ্যতে খুব বেশি তাকাতে চান না জানিয়ে রোহিতের মন্তব্য, 'নিজের ক্রিকেটজীবনে বরাবর এক-একটা ধাপ নিয়ে এগোতে ভালবাসি। ভবিষ্যতের দিকে খুব বেশি তাকাতে চাই না। অতীতেও কখনও এই কাজ করিনি। এখন আমি নিজের ক্রিকেট উপভোগ করছি। দলের সময়টা উপভোগ করতে চাই। আশা করি সতীর্থেরাও আমার উপস্থিতিতে খুশি হবে। সেটাই আসল।'

'এখনই অবসর নিচ্ছি না', চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল শেষেই পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন রোহিত শার্মা। তার বিদায়ের গুঞ্জন তাই শেষ। তবে নতুন কৌতূহলের শুরুও এখান থেকে। ২০২৭ বিশ্বকাপ পর্যন্ত কি থাকবেন বা টিকবেন তিনি? ভারতীয় অধিনায়ক জানালেন, এখন অত দূরে তিনি তাকাচ্ছেন না। তবে দারুণ সুখি এই দল ছেড়ে যাওয়ার ভাবনাও আপাতত তার নেই।

রোজা রেখেই মাঠে নামছেন ইয়ামাল!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বাবা মরক্কোর, মা গিনির। লামিনে ইয়ামালের জন্ম স্পেনে। মুসলিম পরিবারের সন্তান লামিনে ইয়ামাল হ্যান্সি ফ্লিকের বার্সেলোনা দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। দিন দশেক আগে শুরু হওয়া পবিত্র রমজান মাসে বিশ্বের বাকি সব মুসলমানের মতো রোযা পালন করছেন তিনিও। সেই অবস্থাতেই খেলছেন লা লিগা কিংবা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচ।

গণমাধ্যমের সূত্রে জানা যায়, রমজানের রোজা পালনের ক্ষেত্রে লামিনে ইয়ামালকে কোনো প্রকার বিধিনিষেধের মধ্যে পড়তে হচ্ছে না। বরং ক্লাবের মেডিক্যাল বিভাগের পক্ষ থেকে লামিনে ইয়ামালের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ক্লাবের নিজস্ব পুষ্টিবিদের মাধ্যমে লামিনের ইয়ামালের সাহরি এবং ইফতারের মেন্যু ঠিক করে দেয়া হচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে।

বার্সেলোনায় এর আগে ফ্র্যাংক কেসি, ওসমান ডেম্বেলে রমজান মাসে রোজা রেখেই মাঠ মাতিয়েছেন। যে কারণে ক্লাবে এই প্রসঙ্গে কোনো অস্বাভাবিক পরিস্থিতি নেই। যদিও চলতি মাসে ইয়ামাল বার্সেলোনার নিজস্ব আবাসন প্রকল্প লা মাসিয়া ত্যাগ করে তার দাদি ফাতিমা এবং চাচা আব্দুলের বাড়িতে অবস্থান করছেন।

সেখানেই রমজানে ইফতারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে ইয়ামালের জন্য। ক্লাবের পক্ষ থেকে ম্যাচের দিন ইফতারের প্রতি রাখা হচ্ছে নজর। যেমনটা থাকছে আজ রাতে বেনফিকার বিপক্ষে বার্সেলোনার ম্যাচের সময়েও। অবশ্য এদিন শুরুর একাদশে থাকলে রোযা রেখেই মাঠে নামতে হবে ইয়ামালকে। ম্যাচের মাঝেই ইফতার করতে হবে তাকে।

আইপিএলে খেলতেই পাকিস্তানের বিপক্ষে নেই স্যান্টনার-ফিলিপসরা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

আর কিছুদিন পরেই শুরু হবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ আইপিএল। এই টুর্নামেন্ট খেলতেই জাতীয় দলের দায়িত্ব থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের তারকা ক্রিকেটাররা। আছেন দলের নিয়মিত অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনারও।

আগামী ২২ মার্চ শুরু হতে যাওয়া আইপিএলে খেলতেই পাকিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলবেন না স্যান্টনার। তার সঙ্গে খেলবেন না ডেভন কনওয়ে, লকি ফার্গুসন, গ্লেন ফিলিপস ও রাচিন রবীন্দ্রর মতো তারকারা। তাদের সবাইকে ভারতের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ খেলতে অনাপত্তিপত্র দিয়েছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট। সঙ্গে ব্যক্তিগত কারণে এই সিরিজে থাকছেন না কেন উইলিয়ামসনও।

নিয়মিত একাদশের ক্রিকেটাররা না থাকায় সুযোগ মিলেছে এতদিন দলের বাইরে থাকা ক্রিকেটারদের। বলা যায়, দ্বিতীয় সারির দল নিয়ে খেলবে কিউইরা। ফেরার তালিকায় আছেন ফিন অ্যালেন, টিম সাইফার্ট ও জিমি নিশামরা। সঙ্গে চোট কাটিয়ে ফিরেছেন ম্যাট হেনরি-বেন সিয়ার্সদের মতো পেসাররা। পেস বোলিংয়ে তাদের সঙ্গী

হচ্ছেন কাইল জেমিসন ও উইলিয়াম ও'রুর্কি।

কিউইদের নেতৃত্ব দেবেন মাইকেল ব্রেসওয়েল। গত বছর পাকিস্তানের বিপক্ষেই প্রথমবার দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এই অলরাউন্ডার।

পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে আগামী ১৬ মার্চ, ক্রাইস্টচার্চে। সিরিজের পর্দা নামবে ওয়েলিংটনে ২৬ মার্চ।

নিউজিল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি দল:

মাইকেল ব্রেসওয়েল (অধিনায়ক), ফিন অ্যালেন, মার্ক চাপম্যান, জ্যাকব ডাফি, জ্যাকারি ফোকস (শেষ দুই ম্যাচ), মিচেল হে, ম্যাট হেনরি (শেষ দুই ম্যাচ), কাইল জেমিসন (প্রথম তিন ম্যাচ), ড্যারিল মিচেল, জেমস নিশাম, উইলিয়াম ও'রুর্কি (প্রথম তিন ম্যাচ), টিম রবিনসন, বেন সিয়ার্স, টিম সেইফার্ট ও ইশ সোধি।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR